Vol. 5 | No. 1 | 1961

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

উন্মেষ যুগের বাঙলা গদ্যে মুসলিম প্রসঙ্গ

Volume	5
Issue	1
Year	1961
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
Published online	June 15, 1961
DOI	10.62328/sp.v5i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v5i1.6
Pages	89-122
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

উন্মেষ যুগের বাঙলা গদ্যে মুসলিম প্রসঙ্গ

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

॥ এক ॥

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙলা গদ্য প্রধানত দু'শ্রেণীর রচনা : পাঠ্যপুস্তক আর সমাজ সমালোচনামূলক নক্সা। পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙলা বিভাগ ও পরে স্কুল বুক সোসাইটির প্রয়োজনানুসারে লিখিত হ'য়েছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠীর প্রয়াসে বাঙলা গদ্যের প্রচলন হবার অল্পকালের মধ্যেই সাময়িক পত্রের আবির্ভাব হয় (১৮১৮)। নানা বিষয়ক সমাজ সমালোচনামূলক নক্সা ছিল এই সাময়িক পত্রাশ্রয়ী রচনা। ভবানীচরণের <u>বাবু উপ্যাখান</u> থেকে প্যারীচাঁদ মিত্রের <u>আলালের ঘরের দুলাল</u> পর্যন্ত এ শ্রেণীর রচনা ক্রমে ক্রমে বাঙলা সামাজিক উপন্যাসের সূচনাপর্ব নির্মাণ ক'রেছে এবং এই সব রচনায় নবজাগ্রত হিন্দু মধ্যবিত্ত তার স্বাক্ষর রাখতে আরম্ভ ক'রেছে।[১] অন্যদিকে পাঠ্যপুস্তক-জাতীয় রচনাবলী বাঙলা গদ্যের আদি বলেই বাঙলা গদ্যের নির্ণীয়মান রূপের উপর এক দূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার ক'রেছে। এই প্রভাবের একটি রূপ আমাদের পরিচিত : বাঙলা গদ্য ক্রমশ সংস্কৃতিকরণের ফলে বাঙলা সাহিত্যের এক নিশ্চিত সম্ভাবনার—বাংলা মৌলিক রচনা প্রয়াসের—অবলুপ্তি ঘটেছে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই পর্যায়ের ওই কিঞ্চিৎ মৌলিক রচনা প্রয়াসেই কেবল মাত্র মুসলিম প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটেছিল ; এই রচনা ছিল তৎকালে লোক জীবনে প্রচলিত ভাষাশ্রয়ী এবং বিষয় ও বর্ণনাভঙ্গির দিক থেকে বাঙলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের উৎস স্বরূপ। কিন্তু একটি ভ্রান্ত ধারণার পারবশ্যতা এই যুগের সমগ্র সাহিত্য পরিমণ্ডলকে বিভ্রান্তির পথে পরিচালনা ক'রেছে। এ সম্পর্কে কোন আলোচনাই ইতিপূর্বে হয়নি। তাই বর্তমান আলোচনা আমরা এই পাঠ্যপুস্তকের প্রথম পর্যায়ে, অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ম

১ আমার 'বাঙলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র' <u>সাহিত্য পত্রিকা</u>, বর্ষা ১৩৬৬ দ্রষ্টব্য

কলেজের গদ্যরচনাতে, সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। স্কুল বুক সোসাইটির পাঠ্যপুস্তকাবলী যদিও নব্যবঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের স্বতন্ত্র মানস পরিমণ্ডলে বিভক্ত হ'য়ে যাবার উৎসরূপ[১] তবু তা এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি; কেননা সংস্কৃতিকরণের পর এই সব রচনা মৌলিক সৃষ্টিক্ষমতার স্পৃহাযুক্ত ছিল না।

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ও কলেজের বাঙলা বিভাগের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা আলোচনা ক'রব, তারপর এ পর্যায়ের মৌলিক রচনাদির বিস্তৃত পরিচয়, বিশেষ ক'রে মুসলিম প্রসঙ্গ, সন্ধান ক'রব এবং সবশেষে ভাষা-আলোচনার মাধ্যমে এই সমগ্র প্রয়াসের ফলশ্রুতি পর্যালোচনা ক'রব।

॥ দুই ॥

'দাক্ষিণাত্য বিজয়ের' গর্বদীপ্ত স্মৃতিকে স্মরণীয় ক'রবার উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়েলেসলী ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস ব'লে ঘোষণা করেন, যদিও কর্তৃপক্ষ সমীপে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'মিনিট' উপস্থিত করেন ১৮ই আগষ্ট এবং 'আসলে কলেজের কাজ সুরু হয় ঐ সালের ২৪এ নভেম্বর' থেকে।[২] ১৮ই আগষ্টের 'মিনিটে' ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার 'রেগুলেশনে' বলা হয়ঃ[৩]

> "48..11. A college is hereby founded at Fort William in Bengal, for the better instruction of the Junior Civil Servants of the Company in such branches of literature, science, and knowledge as may be, deemed necessary to qualify them for the discharge of the duties of the different offices, constituted for the administration of the government of the British possessions in the East Indies.
>
> XV. *Professorships* shall be established as soon as may be practicable, and regular courses of lecture commenced in the following branches of literature, science, and knowledge :—

---

১ See Razzaq, Abdur, The Mind of the Educated Middle class in the Nineteenth Century Bengal, *New Values*, Vol IX No 2, (Dacca, 1957) p 30.

২ দাস, সজনীকান্ত, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (গদ্যের প্রথম যুগ), (কলিকাতা, মিত্রালয়, ১৩৫৩) পৃ ৮৩

৩ ঐ পৃ ৮৪, উদ্ধৃত

Arabic, Persian, Sunskrit, Hindoostanee, Bengalee, Telinga, Muhrata, Tamool, Kunara—Languages ;
Moohummudan Law ;
Hindoo Law ;
Ethics, Civil jurisprudence, and the law of nations ;
English Law ;
The regulations and laws enacted by the Governor General in Council,
Political economy,... ;
Modern languages of Europe ;
Greek, Latin and English Classics ;
General history, ancient and modern ;
The history and antiquities of Hindoostan and Dukhun :
Natural history ;
Botany, Chemistry, and Astronomy.

২৪শে নভেম্বর থেকে 'আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষাবিষয়ক বক্তৃতারম্ভের নির্দ্দেশ দেওয়া' হয়। কিন্তু "কোম্পানীর রাইটারদিগকে যখন আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দিবার কাজ কিয়ৎ পরিমাণে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তখন পর্য্যন্তও বাঙলা দেশে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা দিবার কোন বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় নাই। বাংলা বিভাগের ভার লইতে পারেন, এমন কোনও ইংরেজের কথা কর্তৃপক্ষ অবগত ছিলেন না। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে শ্রীরামপুর মিশন হইতে নিউ টেস্টামেণ্টের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে লর্ড ওয়েলেসলির দৃষ্টি উইলিয়ম কেরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁহারই নির্দ্দেশমত কলেজের প্রভোষ্ট ডেভিড ব্রাউন কেরীকে বাংলা বিভাগের দায়িত্ব লইতে অনুরোধ করিয়া পত্র দেন। অনেক চিন্তার পর কেরী ঐ পদ গ্রহণে স্বীকৃত হন। ১৮০১ সালের ১লা মে তিনি নিযুক্ত হন এবং ৪ঠা মে হইতে কলেজে যোগদান করেন। (জন ক্লার্ক মার্শম্যানের মতে ১২ই মে)"।[১] শিক্ষক (Teacher) হিসেবে মাসিক ৫০০ টাকা বেতনে কেরী নিযুক্ত হন; পরে বাঙলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক (Professor) এবং মারাঠী ভাষা শিক্ষক হিসেবে তিনি ১০০০ টাকা পর্যন্ত বেতন পান।

কেরীর অধীনে মাসিক ২০০ টাকা বেতনের প্রধান পণ্ডিতের পদে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ১০০ টাকা বেতনের দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে রামনাথ বাচস্পতি এবং ৪০

১ দাস, পৃ ৮৭

টাকা বেতনের সহকারী পণ্ডিতের পদে শ্রীপতি রায়, আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা, রাজীবলোচন (মুখোপাধ্যায়), কাশীনাথ[১] , পদ্মলোচন (চূড়ামণি) ও রামরাম বসু নিযুক্ত হন। বাঙলা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে কেরী তার কর্তব্যের গুরুত্বের সঙ্গে একদিকে সহায়হীনতা ও অন্যদিকে পাঠ্যপুস্তকের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করেন। ফলে তিনি নিজে পাঠ্যপুস্তক রচনায় আত্মনিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অধীনস্থ পণ্ডিত-দেরও এ বিষয়ে উৎসাহিত করে তোলেন। এ উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ ১৮০১ সালের ৬ই জুলাই নগদ পুরস্কার দানের প্রস্তাব গ্রহণ করেন—

> Resolved that premiums shall be proposed to the learned natives for encouraging literary works in the Native Languages."[২]

এবং পুস্তক মুদ্রণ ব্যয়-সাধ্য ছিল ব'লে সে ব্যাপারে সাহায্যার্থে কলেজ লাইব্রেরীর জন্য অনেক খণ্ড বই কেনার বন্দোবস্তও করা হয়।[৩]

এই প্রয়োজনের তাগিদ ও কর্তৃপক্ষের উৎসাহিত অনুপ্রেরণায় ১৮০১ থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে যে সব গ্রন্থ রচিত ও মুদ্রিত হয় সে সবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হ'চ্ছে ঃ

রামরাম বসু। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, ১৮০১ ; লিপিমালা, ১৮০২ ;
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। বত্রিশ সিংহাসন, ১৮০২ ; (সংস্কৃত থেকে অনুবাদ) ;
রাজাবলী, ১৮০৮ ;
গোলকনাথ শর্মা। হিতোপদেশ, ১৮০২ (সংস্কৃত থেকে অনুবাদ)
তারিণীচরণ মিত্র। ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট, ১৮০৩ (ইংরেজী থেকে অনুবাদ) ;
চণ্ডীচরণ মুন্‌শী। তোতা ইতিহাস, (কাদির বখশের ফার্সী তুতিনামার অনুবাদ) ;
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং, ১৮০৫ ;
রামকিশোর তর্কচুড়ামণি। হিতোপদেশ, ১৮০৮ (সংস্কৃত থেকে অনুবাদ) ;
মোহনপ্রসাদ ঠাকুর। ইংরেজী বাঙলা শব্দকোষ ১৮১০ ;
ইংরেজী ও ওড়িয়া অভিধান ১৮১১
হরপ্রসাদ রায়। পুরুষ পরীক্ষা (বিদ্যাপতির সংস্কৃত মূলের অনুবাদ)

---

১ '(মুখোপাধ্যায়)'—বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, সাহিত্যসাধক চরিতমালা—১৪, (কলিকাতা তৃ-স ১৩৫১) পৃ ৫ ;

'—(তর্কালঙ্কার ?)', দাস, পৃ ৮৮

২ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৬

৩ ঐ

সুতরাং, সংস্কৃত সাহিত্য, নীতিকথা, হিন্দুপুরাণ, দেশীয় উপকথা, বাঙলা আঞ্চলিক ভাষা ও শব্দভাণ্ডার এবং এদেশের ইতিহাস বিষয়ক জ্ঞান দানই বাঙলা বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল।

তালিকায় আমরা দু'টিমাত্র উৎসাহ-সঞ্চারী রচনার সন্ধান পাই: রাম রাম বসু রচিত রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র এবং রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের দু'জন ৪০ টাকা বেতনের সহকারী পণ্ডিতের এই রচনাদু'টি কয়েকটি কারণে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমত, এই দুটি গ্রন্থ মৌলিক রচনা প্রয়াস এবং সে কারণে যৎসামান্য হলেও লেখকের মনোভঙ্গি এতে প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা; দ্বিতীয়ত, উভয় গ্রন্থেই বাংলাদেশের ইতিহাস বিষয়ক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে; এবং তৃতীয়ত, এই বিষয়বস্তুর অনুরোধে ঐতিহাসিক মুসলিম চরিত্র উভয়েই চিত্রিত করেছেন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রাজাবলী (১৮০৮) তাঁর অন্যান্য রচনার মতই অনুবাদ [১] ব'লে বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তাছাড়া রাজাবলী হচ্ছে 'a native view of Indian history,...gives the Hindu and Moslem Rulers of India down to Timur'[২] সুতরাং এ গ্রন্থ বাংলাদেশের দু'জন রাজার ইতিহাসের সঙ্গে আলোচনা না ক'রে মার্শম্যানের *History of India* অবলম্বনে পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থাবলীর [৩] সঙ্গে আলোচ্য।

চণ্ডীচরণ মুনসীর তোতা ইতিহাস (১৮০৫) ফার্সী মূলের অনুবাদ হলেও

১ সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (কলিকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সি, তৃ-স ১৩৫৬) পৃ ৩০-৩১ দ্রষ্টব্য

২ Long. J., *A Descriptive Catalogue of Bengali works*, (Calcutta, 1855) সেন, দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, (কলিকাতা, দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, অষ্টম সংস্করণ ১৩৫৬) পৃ ৪২৪

৩ ১৮৩১ ভারতবর্ষীয় ইতিহাস; 'J, Marshman's History of India, 1831. Ser. p. 2 Vols. S. B. S. Treats from the arrival of English in India to the Marquis of Hastings' Administration'

১৮৪০ ভারতবর্ষীয় ইতিহাস ; গোপাল লাল মিত্র, পৃ ২০১, 'Published under the patronage of the committee of Public Instruction. Treats of Ancient India, and of events previous to the Portuguese conquests. On the plan of Marshman's—an account of the early inhabitants of India—Solar Race—Ram—the Pandavs—Buddhists—Alexander—Magadh—Moslems—Patans—Portuguese,—leaves out those parts of Marshman's against Hinduism.'

১৮৪৫ রাজাবলী, শ্যামধন মুখার্জী, 'ch, P. pp 112. gives a brief view of the Hindu, Musalman and English period, down to Clive Meagre.

১৮৪৬ *History of India* by নবীন পণ্ডিত, *Sarabali*, (Roz. & Co. pp 162) 'taken from Mahabharat, Keightleys' History of India, Marshman's Ditto, Indian youth's Magazine, Stewart's Bengal, Treats of the Ancient History of India in the times of Pandavas, of Krishna, Vikramaditya, Alexander's invasion, the Moslem ditto,—bringing events down to the taking of Multan ; the style is high but good.

১৮৪৮ ভারতবর্ষীয় ইতিহাস, সার বৈশ্বনাথ ব্যানার্জী, ২য় খণ্ড পৃ ৩৫২,

'Compiled from Manu, Jagyavalka, the Ramayan, the Mahabharat, Rajabali, Books Gazetteer, Marshman's History of Bengal. One object of the book is to oppose the views given in Marshman's India which the author thinks are too much against the Brahmans and in favor of Christianity. This book treats of—a defence of Hindu chronology, ancient Hindu kings, their residences mode of government, origin of castes ; solar and lunar races ; Vikramaditya : Kulinism introduced : Moslem invasion ; Portuguese in India : English arrival and conquests down to 1843. To those wishing to gain a summary of Hindu history, as given by an "orthdox Hindu," from the Ramayan, Mahabharat and Puranas, this book is very useful.

১৮৪৯ বাঙ্গালার ইতিহাস, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মার্শম্যানের গ্রন্থের অনুবাদ, পলাশীর যুদ্ধ থেকে বেন্টিঙ্কের কাল পর্যন্ত।

বঙ্গদেশ পুরাবৃত্ত, মার্শম্যানের গ্রন্থের অনুবাদ, প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত।

—Long, J. *op. cit.* ; সেন, পৃ ৪২৪, ৪২২

নীতিকথা জাতীয় গল্প সমষ্টিমাত্র [১] এবং হিন্দী তোতা কহানী ও সংস্কৃত শুক সপ্ততির সমার্থক রচনা[২]।

॥ তিন ॥

॥ ১ ॥

আমাদের বর্তমান আলোচনার প্রথম বই হ'চ্ছে রাম রাম বসু রচিত রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র।[৩] প্রকাশের আগে গ্রন্থটি সম্বন্ধে উইলিয়ম কেরী এক পত্রে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঠ্যপুস্তকের অভাবের কথা উল্লেখ করে লেখেন :—

> "when the appointment was made, I saw that I had a very important charge committed to me and no book or helps of any kind to assist me. I therefore set about compiling a grammar, which is now half printed. I got Ram Boshu to compose a history of one of their kings, the first prose book ever written in the Bengali language ; which we are also printing....." [৪]

এবং কলেজ কাউন্সিলে রাম রাম বসুকে এ গ্রন্থ রচনার জন্য ৬০০ টাকা পুরস্কার দেবার সুপারিশপত্রে লেখেন :—

> "Ram Ram Bose also wrote the *History of Raja Pritapaditya* (the first prose work ever written in the language and an authentic history of the government of Bengal from the beginning

---

১ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ২৫—২৮ দ্রষ্টব্য ;

২ De, S. K., *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century* (Calcutta, Calcutta University, 1919), p. 188
সেন, সুকুমার, পূর্বোক্ত পৃ ৩৫

৩ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—৩ ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলিকাতা, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৩৪৩)
প্রথম প্রকাশের আখ্যাপত্র : "রাজা প্রতাপাদিত্য/চরিত্র/যিনি বাস করিলেন যশহরের ধুমঘাটে/একব্বর বাদসাহের আমলে।—/ রাম রাম বসু রচিত।—/শ্রীরাম পুরে ছাপা হইল।—/১৮০১।—/" —বন্দ্যোপাধ্যায় : পৃ : ২॥০ প্রতিলিপি

৪ Mr. Cary to Dr. Ryland, Serampore, June 15, 1801 (*Memoir of William Cary*, pp. 453) ; বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত পৃ : ১৬৩ উদ্ধৃত।

of the reign of Achber to the end of that of Johangeer) and another book called Lippi Mala—which also very useful classbook."[১]

লক্ষণীয় যে, এই 'বাংলা অক্ষরে প্রকাশিত বাঙালী-রচিত প্রথম মৌলিক গদ্যগ্রন্থ'টির দুটি বিশেষগুণের কথা কেরী উল্লেখ ক'রেছেন; প্রথমত, এটি প্রথম বাঙলা গদ্যগ্রন্থ, দ্বিতীয়ত, এটি একটি প্রামাণ্য ইতিহাস ('authentic history') প্রথম বিষয়টির দিক থেকে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এ গ্রন্থের মূল্য তর্কাতীত ভাবে প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় গুণটি যদিচ কিঞ্চিৎ সংশয়াচ্ছন্ন তবু এ গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের সাম্প্রতিক আগ্রহের এটি একটি প্রধান কারণ নিঃসন্দেহে।

সম্ভবত কেরীর উক্তি অনুসরণ ক'রে গ্রন্থ প্রকাশের অল্পকালের মধ্যেই Buchanan তাঁর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিহাস গ্রন্থে এই রচনাটির বর্ণনায় লিখেছিলেন—'composed from authentic documents'[২]।

গ্রন্থটির ইংরেজী আখ্যাপত্রে The History of Raja Pritapaditya মুদ্রিত হয়।[৩] এই আখ্যাপত্রানুযায়ী বিবরণ ব্লুমহার্টের গ্রন্থতালিকায় আছে।[৪] লং সাহেবের বর্ণনা :

> The first Prose work and the first Historical one that appeared, was the life of Pratapaditya the last king of the Sagar Island by Ram Bose.'[৫]

গ্রন্থারম্ভে রামরাম বসু এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :—

> এ বঙ্গভূমিতে রাজা চন্দ্রকেতু প্রভৃতি অনেক২ রাজাগণ উদ্ভব হইয়াছিলেন কিন্তু কদাচিত তাহাদের নামমাত্র শুনা যায় দেব্যতিরেক তাহারদের বিশেষ

১ 'কলেজ কাউন্সিলের ১৮০৩, ১৮ই জুলাই তারিখের অধিবেশনে পঠিত'। Proceedings of the College of Fort William.—Home Mis, Vol. No. 559, P 263; বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্ধৃত, পৃ: ১৸০

২ Buchanan, *College of Fort William* 1805; quoted in, De, S.K, *op.cit.* p. 162.

৩ ইংরেজী আখ্যাপত্রটি : 'The/History/of / Raja Pratapaditya,/By Ram Ram Boshoo /one of the Pundits in the College of Fort William Printed at the Mission Press./1802'—See, বন্দ্যোপাধ্যায়, ২।৶ প্রতিলিপি।

৪ Blumhardt, J. F., *Catalogue of the Bengali Printed Books in the Library of the British Museum*, (London 1886) p 93

৫ Long, J., *op. cit*, ; সেন পৃ ৪২১

বিশেষণ কি মতে বৃদ্ধি কি মতে পতন নিরাকরণ কিছুই উপস্থিত নাহি তাহাতে যে সমস্ত লোকেরা এ সকল প্রশঙ্গ শ্রবণ করে আনুপূর্ব্বক না জাননেতে ক্ষোভিত হয়।—

সংপ্রতি সর্ব্বারম্ভে এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিৎ পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গপাঙ্গরূপে সমুদাইক নাহি আমি তাহারদিগের স্বশ্রেনী একেই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতৃ পিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত এবং আর২ অনেকে মহারাজার উপাখ্যান আনুপূর্ব্বক জানিতে আকিঞ্চন করিলেন এ জন্য যে মতে আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ী লেখা যাইতেছে।

এই উদ্ধৃতাংশে কয়েকটি বক্তব্য লক্ষণীয়ঃ এক, বাংলাদেশের ইতিহাস-হীনতা ও ইতিহাসের একটি মৌলিক গুরুত্ব—রাজার নামমাত্র নয় তার উত্থান পতনের কারণের প্রতি রামরাম বসুর দৃষ্টি পড়েছে; দুই, পারস্যভাষায় রাজা প্রতাপাদিত্যের বিবরণ থাকলেও তা অকিঞ্চিৎকর; তিন, রাম রাম বসু প্রতাপাদিত্যের 'স্বশ্রেণী একেই জাতি', অর্থাৎ 'বঙ্গজ কায়স্থ', সুতরাং প্রতাপাদিত্যের বিবরণ 'পিতৃ পিতামহের স্থানে শুনা আছে'; চার, সে 'উপাখ্যান' অনেকে জানতে চাওয়ায় 'যে মতে……শ্রুত আছে তদনুযায়ী' লিখিত হ'চ্ছে। অর্থাৎ ইতিহাসের অনুপস্থিতিতে এই স্মৃতি-নির্ভর ইতিহাস রচিত হ'ল; অকিঞ্চিৎকর পারস্য ভাষার ইতিহাস ব্যবহৃত হ'ল কিনা তা অনুক্ত রইল। ফলে, বলা বাহুল্য, মৌলিক হ'লেও এ রচনা 'প্রামাণ্য' কিনা তা অপ্রতিষ্ঠিত থেকে গেল।

"It seems therefore that this work — one of the very few treatises on a little known period of history—is based upon both authentic history and tradition ; but the learned pundit seems to have taken every precaution to make it a truly historical work, as far as possible. Competent critics have pronounced this work to be genuinely historical, in spite of its occassional aberrations due to hasty shifting of gossip and fact. The scanty facts and abundant fancies as to the life of Pratapadtiya are a commonplace of history. But leaving aside guess-work and speaking of certainties, modern research has been able to make little additions to what Ram Basu has written a century ago (see Nikhil Nath Ray's Edition p. 199. where the claim of this work as a piece of history is discussed)……

Indeed to Ram Ram we must give the credid of being the first Bengali Prose-writer who attempted to write history in the sense in which it is taken to-day. The story is given in a connected and interesting manner; enlivened by visual pictures descriptions, and anecdotes; and Ram Basu's power of representing historical incidents, without being dry or discrusive, is undoubted. As a pioneer in the field this is a high complement indeed."১

॥ ২ ॥

রাজা প্রতাপাদিত্যের আদি পূর্ব-পুরুষের পরিচয় দিয়ে কাহিনী শুরু। 'বঙ্গজ কায়স্থ' রামচন্দ্র যখন জীবিকা সন্ধানে গৌড়ে পেঁছিলেন 'সে সময় বাদসাহি কোট বাঙ্গালা ও বেহারের খালিসা সেই স্থানে তাহার অধিবক্ষ্য নবাব ছোলেমান গররানি নাম পাঠান'। ছোলেমান কি ভাবে 'ঐশ্বর্য্যমন্ত' হ'লেন তার 'বিবরণ':

যে কালে দিল্লির তক্তে হোমাঙু বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন বঙ্গ ও বেহারের নবাব পরে হোমাঙু বাদসার ওফাত হইলে হেন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল এ কারণ হোমাঙু ছিলেন বৃহৎ গোষ্ঠি তাহার অনেক গুলিন সন্তান তাহারদের আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ লইয়া বিস্তর২ ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে সুবাজাতের তহশিল তাগাদা কিছু হইয়াছিল না।—

এই অপকাশক্রমে ছোলেমান সেনা সর্জ্য করিয়া সে সুবাও আপন করতল করিলেন এবং দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিন সুবার কতৃত্ব নিস্করে করিলেন ইহাতে ভাণ্ডারাবধি ধনে পরিপুর্ণ করিলেন।—

পরে হোমাঙু সাহের জ্যেষ্ঠপুত্র একব্বর সাহ দিল্লির তক্তে বাদসাহ হইলেন তৎকালিন ছোলেমান বিস্তর শওগাত নজর ইত্যাদি দিয়া বাদসাহের সহিত সাখ্যাত করিলে সময়ক্রমে বাদসাহের অনুগ্রহে অনুগৃহীত হইয়া ঐ তিন সুবায় পদার্পন হওনের ফরমান ও চিত্র বিচিত্র খেলাত পাওনেতে কৃতার্থ হইয়া পুনরায় আপন স্থান গৌড়ে বাহুড়িলেন তাহাতেই মহা ঐশ্বর্য্যেতে সুবাদারি করিতে ছিলেন।—

রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শিবানন্দ 'ছোলেমানের অনুগ্রহে' কালক্রমে 'কাননগো দপ্তরের কর্ত্তা' হ'লেন। একবৎসর পর 'ছোলেমানের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ বাজিদ কনিষ্ঠ দাউদ

---

১ De, *op. cit.*, p. 162-64

শিশু পাঠদসায় পাঠসালায় পারসি ইত্যাদি বিদ্যা অভ্যাস' আরম্ভ ক'রল। শিবানন্দ তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি ও মাধ্যমভ্রাতা গুনানন্দের পুত্র জানকীবল্লভকেও 'দাউদের পাঠসালায় বিদ্যা অভ্যাস' ক'রতে পাঠালেন। "এই মতে সে দুই কুমার নবাব জাদার সহিত লেখাপড়া করেন একত্তরেতে খেলান ও বেড়ান। অস্থে২ নবাবজাদার সঙ্গে এ দুহার বড়ই এক হৃদতা হইল তিন জনে বড়ই প্রিত প্রায় বিচ্ছেদ হইতেন না"। প্রীতি এত জন্মাল যে দাউদ বাদসাহ হ'লে এই দুই ভ্রাতাকে উজির ক'রবেন এমন কথাও দিলেন। অবশেষে 'ব্যাপক কাল গত' হ'লে ছোলেমানের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজিদ সুবাদার হ'লেন। ছোলেমানের জামাতা হসো বাজিদকে হত্যা ক'রলেন। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে

> "ছোলেমানের সরদার আমির লুদি নামে একজন দক্ষিণে থাকিত সে আসিয়া তলোয়ায়ের চোটে হসোকে নিপাত করিয়া ছোলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দাউদকে সুবাদারির আসনে বসাইল।"

> "দাউদ নবাব হইলে এ দুই ভ্রাতাকে খেতাব ও খেলাতেতে সম্ভ্রান্ত করিয়া কার্য্য প্রাপ্ত করাইলেন জ্যেষ্ঠ শ্রীহরিকে মহারাজা বিক্রমাদিত্য খেতাব দিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ মুক্ষ্যপাত্র কনিষ্ঠ জানকীবল্লভকে রাজা বসন্তরায় খেতাব দিয়া খানসামানির দেওয়ান করিলেন।"

কালক্রমে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হ'লে 'দাউদের অন্তরে' 'সময়ানুরূপ দুষ্ট মতি' ও 'দুর্ব্বুদ্ধি হইয়া নানান কুজ্ঞান উদয়' হ'ল ; তিনি দিল্লীর করদান বন্ধ ক'রতে মনস্থ ক'রলেন। ভাবলেন,

> "এ কিছু অপ্রকৃত কার্য্য নহে। এ হেঁদুর দেশ তাহারদের অধিকার। মোছলমানেরা আপন পরাক্রমে এ রাজ্য করতল করিয়াছেন। দিল্লিপতি মোছলমান আমিও সেই জাতি। তবে তিনিই বা কিসার্থে আমার কাছে কর লএন এবং আমি বা কেন তাঁহাকে কর দেই তাঁহার নামে শিক্কা মারা যায় এবং তিনি তক্তে বসেন আমি তাঁহার দাস মত এ কি অসঙ্গত কার্য্য। তাঁহাকে আমি আর কর দিব না।"

'আট দশ' বছরে 'বিস্তর ধন' ও সৈন্য সঞ্চয় হ'ল। 'বহুকাল ক্ষেপনের পরে' দাউদ 'আপন নামে শিক্কা' ও গৌড়ে 'বাদসাহি তক্ত' নির্মাণ ক'রলেন। এদিকে দাউদের বিষয়মদমত্ততায় ভবানন্দ মজুমদার ভীত হলেন ; কেননা 'এই ইহার সৌভাগ্য অস্তের প্রাককাল এখন আর ইহার নিকটবর্ত্তি সপরিবারে

থাকা নহে।' 'কুমারেরা তুই ভ্রাতা ও বৃদ্ধেরা তিন সহোদর' পরামর্শ ক'রে মৃত নিঃসন্তান 'চাঁদ খাঁ মছন্দরির' বর্ত্তমান 'বেওয়ারিস জমিদারি' দক্ষিণ সমুদ্রের কাছে 'দক্ষিণ দেশে যশহর' নামক স্থানে যাওয়া স্থির ক'রলেন। তুর্গম জঙ্গল পরিষ্কার করে যশহরে বাসস্থান তৈরী হ'ল। শ্রীহরি, জানকীবল্লভ ও শিবানন্দ কাননগো গৌড়ে নামমাত্র থাকলেন; পরিবারের অন্য সকলে যশহরে চলে গেলেন।

ওদিকে 'দিল্লির বাদসাহ একব্বর বাদসাহ মহা প্রদপ্ত দ্যোর্দ্দিণ্ড প্রতাপান্বিত' 'হেন্দোস্থানে এ মত পরাক্রান্ত বাদশাহ কথন হয় নাই।' 'পাঁচ সাত' বছর পরে দাউদের 'নষ্টতার' কথা তাঁর কর্ণগোচর হল। শ্রবণমাত্র ক্রুদ্ধ বাদসাহ 'রাজা তোড়রমল'কে 'তুই লক্ষ ফৌজ সমেত দাউদের নিপাতার্থে গৌড়ে' পাঠালেন। পূর্বাহ্ণে সংবাদ পেয়ে দাউদ তোড়রমলের সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত ক'রে ফেললেন। বাদশাহ এতে উত্তেজিত হ'য়ে পাঁচলক্ষ সামন্তসহ স্বয়ং 'শিকার খেলিবার মতে গৌড়মুখে রাহি হইলেন'। 'সর্বসামন্ত হুকুমানুক্রমে মহাদন্তে দন্তয়মান হইয়া হুহুঙ্কার হুঙ্কার শব্দ' ক'রে সজ্জিত হ'ল। 'এই খবরে দাউদ মূর্চ্ছিন্ন' হ'য়ে বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়কে ডেকে ব'ললেন যদিও আর রক্ষা নেই তবু :

> "তোমরা তুই ভাই আমার সাতে থাকহ আমরা পাছে থাকিয়া সৈন্যের রসদ যোগাই এবং রাজ্যের রক্ষা করি আমার যে কিছু ধন সম্পদ গৌড়ে আছে তাহা সমস্ত একাদিক্রমে তোমাদের যশহরে চালান করহ পশ্চাৎ আনা যাবেক। এই তুই ভ্রাতা দাউদের নিতান্ত বিশ্বাস পাত্র বাদসাহের যতেক ধন স্বর্ণ রূপা তামা পিতল কাসা ধাতু দ্রব্য ও আর২ যে কিছু ছিল এবং প্রধান২ সকল এবং তাঁহার আর২ সমস্ত চাকরেরদের যাবদীয় ধন এবং সহরবাসী লোকের ধান্য চাল অবধি যাবদীয় সামগ্রি ইত্যাদি লোকের পুরাতন পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত লুট যাওনের ভয় প্রযুক্ত সামুদাইক বস্ত তুই ভ্রাতার স্থানে গচ্ছিত হইল ইহারা সহস্রাবধি২ বৃহৎ২ নৌকায় সামিগ্রি বোঝাইয়া যশহরে চালান করিলেন গৌড় প্রায় ধনহীন সহর হইয়া রহিল।—"

'প্রায় বৎসরাবধি' অবরোধের পর দৈবক্রমে 'দাউদের লস্করে আত্মবিরোধের' সুযোগে বাদশাহ গৌড় দখল ক'রলেন; তুই ভ্রাতাকে যাবতীয় ভরার্পণ ক'রে দাউদ 'সপরিবারে রাজমহলের পর্ব্বতের উপরে' আশ্রয় নিলেন। "তুই ভ্রাতা বন্ধু বিচ্ছেদ শোকে শোকাবৃত হইয়া ক্রন্দন করিতে২ ভূমিতলে পতন হইলেন"।

ওদিকে 'বাদসাহি লস্কর সেনাপতি রাজা তোড়রমল ও রাজা ওমরাও সিংহ' জনশূন্য কেল্লা দখল ক'রে শেষ পর্যন্ত দুই ভ্রাতার সন্ধান পেলেন ; এবং 'উকিল' মারফৎ ডেকে পাঠালেন :

> তাহারা হিন্দুলোক আমরাও সেই একি বর্ণ। তুমি বল যাইয়া আমাদের করার এই তাহাদের হিংসা কোনক্রমে হইতে পারিবেক না কিন্তু যথেষ্ট আনুগত্য ও সম্ভ্রমের বাহুল্য যেমত তাহারা দাউদের নিকট ছিল আমাদের কাছেও ততোধিক হবেক এই আমাদের নিতান্ত নিয়ম জানিও।

অতঃপর দুই ভ্রাতার ইচ্ছাক্রমে তোড়রমলের অনুগ্রহে বসন্তরায় মহারাজা খেতাব নিয়ে 'পূর্বদেশের রাজ্যপতি' হয়ে যশহরে গেলেন এবং 'মহারাজা বিক্রমাদিত্য ও শিবানন্দ কাননগো গৌড়ে থাকিয়া মহালের বন্দোবস্তে প্রবর্ত্ত হইলেন'।

খাদ্য সংগ্রহে এসে দাউদের খানসামা মাশুম খাঁ একথা শুনল এবং ফিরে যেয়ে দাউদকে বলল তাঁর আত্মগোপনের সুযোগে রাজারা সব অধিকার পাচ্ছে। দাউদ বিক্রমাদিত্যের উপর আস্থা প্রকাশ ক'রলে মাশুম খাঁ বলল :

> "এক্ষণে সটের কাল পড়িয়াছে তাহাতে তাহারা হিন্দু লোকে অতি নষ্ট স্বভাব নিজে কতৃত্বভার পাইলে এক্ষণ কার সহিত আর বিষয় কি।

মাশুম খাঁর নির্বোধ উপদেশ গ্রহণ ক'রে দাউদ নিহত হ'ল। তার শির ও বেগমদের 'পিঞ্জরায় কএদ' ক'রে 'প্রাগে চালান' করা হ'ল। শোকাকুল বিক্রমাদিত্য বন্ধুর 'কাটা স্কন্ধ লইয়া অন্য২ লোক দিয়া কবরে দেওয়াইলেন'। এবং কয়েক মাস পরে গৌড় থেকে বিদায় নিলেন কেননা—"দাউদ আমার নিতান্ত দয়াযুক্ত মনিব ছিলেন তাহার রাজ্যে আমার কতৃত্ব করিয়া কার্য্য করা অকর্ত্তব্য"। অবশ্য বিদায়কালে "বক্রি যে কিছু ধন গৌড়ে ছিল বেশ মূল্য প্রস্তর ইত্যাদি সমস্তই নৌকায় বোঝাই করিয়া প্রস্থান করিলেন যশহরে"। অতঃপর বসন্তরায়ের পরামর্শ মত বিক্রমাদিত্য যশহরে স্বশ্রেণীর 'লোক সপরিবারে আনয়ন' ক'রলেন ; "যশহর মহা সমাজ হইল এ মত সমাজ আর বাঙ্গালায় কখন ছিল না।"

অধিক বয়সে রাণীর পুত্র হ'ল। জ্যোতিষিরা ব'ললেন 'সর্ব বিষয়েই উত্তম কিন্তু পিতৃদ্রোহী"। 'হরিষ বিষাদ' মনে রাজা অন্নপ্রাসনে পুত্রের নাম রাখলেন 'রাজা প্রতাপাদিত্য'। রূপবান কুমার বসন্তরায়ের খুব প্রিয়।

> "দশ-বার বৎসরের সময় সর্ব বিদ্যাতেই বিশারদ। লেখাপড়া বিদ্যাতে প্রকৃত পণ্ডিত আরবি পারসি নাগরি বাঙ্গলা সংস্কৃত ইত্যাদি যাবৎ বিদ্যাতে তৎপর।"

কিন্তু প্রতাপাদিত্যের যত গুণাবলী প্রকাশিত হয় বিক্রমাদিত্য ততই ভাবেন 'এ মহা অসুর' 'ইহাকে মারিয়া ফেলিলে সকল আপদ যায়।' কিন্তু যেহেতু তা সম্ভব নয় সুতরাং বসন্ত রায়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে কয়েক বৎসর পরে প্রতাপাদিত্যকে দিল্লীতে 'উকিল' করে দূরে পাঠাবার প্রস্তাব করা হ'ল। প্রতাপাদিত্য 'পিতৃ আজ্ঞা' স্বীকার ক'রলেও ব্যাপারটি রাজা 'বসন্ত রায়ের চাতুর্য্য' ভেবে 'সর্পবৎ' হ'য়ে থাকলেন।

দিল্লীতে এক দিন 'একব্বর সাহার' দরবারে এক সমস্যা পূরণের মাধ্যমে 'অতি বিদ্বান সৎকবি' প্রতাপাদিত্য বাদশাহের সঙ্গে পরিচিত হ'লেন। যশহর থেকে পিতা কর্তৃক প্রেরিত কর তিন বৎসর জমা না দিয়ে কৌশলক্রমে প্রতাপাদিত্য সমস্ত রাজত্ব স্বনামে লিখিয়ে নিলেন এবং 'মছনবদারির ফরমান ও 'বাইশ হাজার ফৌজ সমেত ডঙ্কা' নিনাদ ক'রতে ক'রতে যশহরে উপস্থিত হয়ে 'দপ্তর' ও মালখানা' বন্ধ ক'রে নগরে স্বীয় কর্তৃত্বের সংবাদ প্রচার ক'রলেন। শেষপর্যন্ত কিন্তু বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের সামনে অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে প্রতাপাদিত্য অপরাধ স্বীকার ক'রে ফেললেন। কিছুকাল পরে বিক্রমাদিত্য রাজত্ব বিলি ব্যবস্থা ক'রলেন; প্রতাপাদিত্য ধুমধাটে স্বীয় 'পুরী' নির্মাণ ক'রলেন।

এই 'পুরীর বর্ণনা' সুবিস্তৃত; প্রথম সংস্করণের ৭৪ পৃষ্ঠা থেকে ৯৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত [১]। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান দারওয়ানের বর্ণনা ঃ

> "দ্বারে দ্বারপাল সের আলি খাঁ নামে পাঠান ভয়ঙ্কর তাহার মূর্ত্তি দুর্দ্দর্শ কায় মহাপরাক্রমে। আফিম চরস ইত্যাদি খায় সদাই ক্রোধি শত২ পাঠান তাহার পরিবার অতি দম্ভেতে সে দ্বার রক্ষা করে তাহাকে দেখিলেই বিপক্ষ লোক পলায়নপর হয়।"

পুরী সমাপ্তির আগে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হ'ল। প্রতাপাদিত্যের অভিষেক উৎসবের জন্য 'ক্রোরটাকা খরচের বরার্দ্দ' হ'ল।

> "নিমন্ত্রণ রাঢ় গৌড় বঙ্গ তাহাতে দুই দেশের কেবল প্রধান২ লোক রাজা ও অধ্যাপকগণ। বঙ্গের সামুদায়িক ব্রাহ্মণ কায়স্ত বৈদ্য আর২ যাবদীয় অপরাপর লোক সমস্ত ইতর বর্ণ যবন ইত্যাদি।"

---

১ বন্দোপাধ্যায়, পৃ ৩২—৪১।

অতঃপর প্রতাপাদিত্য ধুমঘাটের পুরীতে প্রবেশ ক'রলেন ;——"দ্বারের উপর নকিব লোকেরা জয়ধ্বনি ফোকারিতেছে।" দানধ্যান ক'রে তিনি সর্বজন প্রিয় হ'লেন। কালে, দৈব প্রভাবে প্রসন্ন ইষ্ট দেবতার কল্যাণে, তিনি বিপুল বিক্রমশালী হ'লেন। "রাজা প্রতাপাদিত্যের ভাগ্য পর২ প্রসন্ন হইল এবং নষ্টবুদ্ধিও সেই মত।"

"এক কালে দিল্লির বাদসাহের সম্মুখে হইল তাহার দানের প্রসংশা। একব্বর বাদসাহের পরে তাহার পুত্র জাঁহাগির সাহ বাদসাহ হএন তাহাতে তখনকার বাদসাহ লোকের ব্যবহার ছিল তক্তে বৈসনের পূর্ব্বে বেগমের সহিত একত্তর অভিশেক হইতে। কিন্তু একজন বেগম ও দিল নিযুক্ত হইতে। তাহার বিবরণ এই।—

যত২ মহারাজারা হেন্দোস্থানে ছিলেন তাহারদের আপন দেশের এক২ সুন্দরী কন্যা নব বাদসাহকে ডোলা দিতেন তাহাতে যাহাকে বাদসাহের মনোরম হইত তাহারি সহিত অভিশেক হইলে তিনি হইতেন খাশ বেগম। জাঁহাগির বাদসাহের সময় সকল রাজাগণে ডোলা দিয়াছিলেন তাহাতে বাদসাহের পছন্দ হইল দুই ডোলা চিতোরে রাজার এবং যশহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের।"

এই কন্যাদ্বয়ের মধ্যে প্রাধাণ্যের বিরোধ মীমাংসা হ'ল ভাটের মুখে প্রতাপাদিত্যের উদার হস্তের প্রশংসা শুনে।

যা হোক কালে প্রতাপাদিত্য প্রতিপত্তির প্রলোভনে প্রথমে বারভূইয়াঁদের কর্তৃত্ব স্বাধীকারে এনে পরে জামাতা রামচন্দ্র ও পিতৃব্য বসন্ত রায়কে নিধন করতে উদ্যত হ'লেন। জামাতা পলায়ন ক'রলেন। বসন্ত রায় ও তৎপুত্র গোবিন্দ রায় এবং গোবিন্দের গর্ভবতী স্ত্রীকে প্রতাপাদিত্য স্বহস্তে বধ ক'রে বসন্ত রায়ের 'রাঘবরায় প্রভৃতি সপ্ত পুত্র'কে কারারুদ্ধ ক'রলেন। বসন্তরায়ের বন্ধু 'দক্ষিণ দেশীয় রাজা ইছা খাঁ মছন্দরি'র কৃপায় রাঘব-ভ্রাতৃগণ মুক্তি পেয়ে দিল্লিতে দরবার ক'রতে গেলেন। এদিকে অবশ্য ইছা খাঁর রাজত্ব প্রতাপাদিত্য অধিকার ক'রলেন।

কিন্তু মারাত্মক হচ্ছে : 'রাজার এক সহিলি'র 'নষ্টকুয়ার সাজা নিমিত্ত দুই স্তন' কেটে ফেলায় সে 'নিতান্ত কাতরা' হ'য়ে প্রাণত্যাগ ক'রল ও রাজাকে অভিশাপ দিল ; 'সেই হইতে রাজার হ্রাস পাওনের উপক্রম'।

দিল্লীর কর দান বন্ধ করায় ও রাঘব রায়ের অভিযোগে বাদসাহ প্রতাপাদিত্যকে দমনের উদ্দেশ্যে 'পঞ্চ হাজারি মনশবে' আবরাম খাঁ বাহাদুরকে পাঠালেন। প্রতাপাদিত্য রণকৌশলে আবরাম খাঁকে পরাস্ত ও বধ ক'রলেন।

"এই মতে ইহার দেরিতে আর এক আমির হপ্ত হাজারি মনশবে আইলে তাহাকেও সেইমত করিল। ক্রমে২ বাইশজন আমির আইল হেন্দোস্থান হইতে সকলেরি একে দসা করাইয়া কবর দেওয়াইল যশহরে।"

এরপর রাজা মানসিংহ এলে

"প্রতাপাদিত্য তাহার ডোলার এক সুন্দরী কন্যা আপন কন্যা প্রচার করিয়া বিবাহ দিলেন সিংহ রাজার পুত্রের সহিত।"

মানসিংহ কাশী পোঁছে মৃত্যুবরণ ক'রলে দিল্লী থেকে 'এছলাম খাঁ চিস্তি' প্রতাপাদিত্য-দমনার্থে এলেন। রাজার প্রধান সেনাপতি কমল খোজা এছলাম খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হ'লেন; বিমুখ যশহরেশ্বরীও রাজাকে ত্যাগ ক'রে গেলেন। বিমূঢ় রাজা স্বেচ্ছায় এছলাম খাঁর বন্দিত্ব স্বীকার ক'রলেন। দিল্লীর পথে বানারসে প্রতাপের মৃত্যু হ'ল। "জঁাহাগির সাহ ওজিরের দরখাস্তে প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ও মশনবদারির ফরমান রাঘব রায়কে" দিয়ে 'যশহরজীত' খেতাবে ভূষিত ক'রলেন। কিন্তু শ্মশানবৎ যশহর রাঘব রায়ের মনে বৈরাগ্য আনল। তিনি তাই 'কিঞ্চিৎ তালুক কেবল ভরণ পোষণের জন্য' রেখে 'সমস্ত রাজ্য' আমাত্যদের দিয়ে দিলেন। "যশহরজীত নাম মাত্র রাজা রহিলেন"।

সাতভাইএর মধ্যে কেবল রাজা চাঁদ রায়ের পুত্র রাজা রাম রায়ের দুটিপুত্র —নীলকণ্ঠ ও শ্যামসুন্দর। "ইহার মধ্যে রাজা শ্যামসুন্দর রায়ের সন্তানেরা এখন প্রধান। তাহারাই যশহর সমাজের গোষ্ঠিপতি। আর২ সকল বঙ্গজ কায়স্তের-দিগকে তাহারাই প্রতিপালন করিতেছেন তাহারা সকলের কর্ত্তা।"

॥ ৩ ॥

সুদূর দিল্লীর বাদশার কর্তৃত্বাধীনে বাংলা দেশের এই ভাগ্য বিবর্তনের ইতিবৃত্ত বর্ণনার অনায়াসভঙ্গির গুণে উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে।

"His is the plain narrative style, suited to his work, with little embelishments (except by way of gorgeous descriptions) or suggestiveness, but marked with certain interesting idiosyncracy of character in spirit and form."[১]

চরিত্রে গভীরতা সম্পাদনের অন্তর্দৃষ্টি রাম রাম বসুর না থাকলেও তার ভাল ও মন্দ উভয়দিকেই নির্দেশ ক'রবার সুস্পষ্ট প্রবণতা আমরা লক্ষ্য ক'রেছি।

১ De, S.K. *op. cit* p. 164

অবশ্য এ ক্ষেত্রে, দিল্লীর বাদশার আনুকুল্যে শ্রীবৃদ্ধি ও তাঁর বৈরাগ্যে পতন—এই অতি বাস্তব কৌশল তিনি সর্বত্র প্রয়োগ ক'রেছেন।

প্রতাপাদিত্যের জীবন যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ। জ্যোতিষ গণনায় নির্ধারিত তাঁর 'পিতৃদ্রোহিতা'কে কেন্দ্র ক'রে ঘটনা রীতিমত নাটকীয় হ'য়ে উঠেছে। পিতা বিক্রমাদিত্যের সংশয়াকুলতা, পিতৃব্য বসন্ত রায়ের স্নেহ, বসন্ত রায়ের প্রতি সন্দেহ ; দিল্লী থেকে পিতৃরাজ্য স্বনামে লিখিয়ে এনে সদম্ভে যশহরে পদার্পন—অথচ পিতা-পিতৃব্যের সামনে সলজ্জ সঙ্কোচ—এ সব ঘটনার তীব্রতা নীরস ইতিহাসে, ক্ষীণ হলেও, প্রাণের সঞ্চার ক'রেছে। ক্ষমতালিপ্সা ও ক্ষমতান্ধতা নিয়ে, ক্ষণকালের জন্য হ'লেও, প্রতাপাদিত্যকে জীবন্ত ব'লে মনে হয়। এবং তখন অনায়াসেই এ গ্রন্থকে বাংলা উপন্যাসের অন্যতম উৎস 'ঐতিহাসিক কাহিনী'[১] বলেই নির্দেশ করা চলে।

প্রতাপাদিত্যের পিতা ও পিতৃব্য—বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের ক্রমান্বয়ে ক্ষমতলাভের বর্ণনা, দাউদের রাজধানী গৌড় থেকে সমস্ত ধন বিক্রমাদিত্যের যশহরে পাঠাবার কাহিনী কৌতূহলোদ্দীপক। এই সঙ্গে স্মরণীয় ঃ

এক, দিল্লীর কর বন্ধ ক'রবার দুর্বুদ্ধি উদয়ের আগে দাউদের চিন্তা ঃ

> "এ হেঁদুর দেশ তাহারদের অধিকার। মোছলমানেরা আপন পরাক্রমে এ রাজ্য করতল করিয়াছেন"

দুই, বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের উদ্দেশ্যে আকবরের সেনাপতি তোড়রমলের প্রেরিত প্রস্তাব ঃ

> "তাঁহারা হিন্দুলোক আমরাও সেই একি বর্ণ। তুমি বল যাইয়া আমাদের করার এই তাহাদের হিংসা কোন ক্রমেই হইতে পারিবেক না"

তিন, বিক্রমাদিত্য সম্পর্কে দাউদের বাবুর্চি মাশুম খাঁর উক্তি ঃ

> "এই ক্ষণে সটের কাল পড়িয়াছে তাহাতে তাহারা হিন্দুলোক অতি নষ্ট স্বভাব নিজে কর্তৃত্বভার পাইলে এক্ষণ কার সহিত আর বিষয় কি।"

ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েও রামরাম বসু যে প্রয়োজনানুযায়ী সংলাপ সৃষ্টিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এ তারই প্রমাণ ; সঙ্গে সঙ্গে, এ সব উক্তিতেই (এবং

১ সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, (বর্দ্ধমান, বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা, তৃ-স ১৩৬২) পৃ ১৬৫

গ্রন্থালোচনায় উদ্ধৃত অন্যান্য বহু মন্তব্যে) তৎকালীন হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট মনোভাব প্রকাশিত হ'য়েছে। 'স্বজাতি স্বশ্রেণী' হ'য়েও প্রতাপাদিত্য ও অন্যান্য চরিত্র সৃষ্টির কালে রাম রাম বসু যে একই সঙ্গে ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক সুলভ নির্লিপ্তি বজায় রাখতে পেরেছেন এ অত্যন্ত বিস্ময়কর।

এ গ্রন্থের ভাষাবিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগে আমরা রাজীবলোচনের গ্রন্থটির পরিচয় নেব।

॥ চার ॥

॥ ১ ॥

রাম রাম বসুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অন্য যে একজন পণ্ডিত বাঙালী রাজার ইতিহাস রচনা করেন তিনি রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে তাঁর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।[১] ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহের আগেই গ্রন্থটি রচনা সম্পূর্ণ হয়। রাম রাম বসুকে কেরী স্পষ্টতই গ্রন্থ রচনার নির্দেশ দিয়েছিলেন ; কিন্তু রাজীবলোচন উৎসাহিত হ'য়েছিলেন সহকর্মীদের সাফল্যে। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষকে কেরী এ গ্রন্থ সম্বন্ধে লেখেন ঃ

> "In consequence of the encouragement given to literary merit by this institution Rajeeb Lochum, a Pundit in Bengalee Department has lately composed a history of Raja Krishnu Chunder Roy (late of Krishnunagur) in the Bengalee Language..........
> I have examined these works and think them to be worthy of the patronage of the College, and recommend the writers as deserving some reward for their labours."[২]

---

১ প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র ঃ "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য/চরিত্রং।—/শ্রীযুত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়েন/রচিতং।—/কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ ধরণীর মাজ/যাহার অধিকারে নবদ্বীপ সমাজ।/পুবব বৃত্তান্ত যত করিয়া প্রচার/কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র পরে কহিব বিস্তার। /শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—/১৮০৫।/"—দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—২ ঃ বন্দোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত (কলিকাতা, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৩৪৩) পৃঃ ।/০

২ *Home Dept. Miscellaneous No.* 599, p. 384-85; বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৶০ উদ্ধৃত

এ গ্রন্থ রচনার জন্য রাজীবলোচন ১০০ টাকা পুরস্কার পান এবং কলেজের ব্যবহারের জন্য মুদ্রিত গ্রন্থের ১০০ খণ্ড ক্রয়ের প্রস্তাবও গৃহীত হয়।[১]

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 'মাসিক ৪০ টাকা বেতনের ছয় জন সহকারী পণ্ডিত'দের অন্যতম ছিলেন। "রাজীবলোচন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত বেশী দিন যুক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ১৮১৮ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের পণ্ডিতগণের যে তালিকা পাওয়া যায় তাহাতে রাজীবলোচনের নাম নাই। (*Roebuck's Annals of the College of Fort William*, Appendix pp 49-50 দ্রষ্টব্য) কিন্তু কেরীর একখানা জীবনচরিতে লিখিত হইয়াছে "Rajib Lochan served throughout Carey's twenty-nine years......" এই পুস্তকে তথ্যঘটিত অনেক ভুল আমাদের চোখে পড়িয়াছে। যদি উপরের উক্তিটি ভুল না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে রাজীবলোচন ১৮৩০ সাল পর্য্যন্তই কোন-না-কোন ভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন। (*William Carey*, by S. Pearce Carey, (8th ed.) p. 227)"[২]

যাহোক, রাজীবলোচনের গ্রন্থটি বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮১১ সালে লণ্ডনে এটি পুনর্মুদ্রিত হয়। এছাড়া ১৮৩৪ ও ১৮৫৭ সালে শ্রীরামপুর থেকে এবং ১৭৮০ শকে লং সাহেবের আদেশে গোপীনাথ চক্রবর্তী এণ্ড কোম্পানী থেকেও এটি পুনঃপ্রকাশিত হয়।[৩] "শেষোক্ত সংস্করণে গ্রন্থের অনেক স্থানে ভাষার বিন্যাস বিপর্যয় ইত্যাদি যে সকল দোষ ছিল, তাহা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সংশোধন করিয়া দেন।"[৪]

---

১ "At a council held in 12 November 1804. Resolved that 100 copies of the History of Rajah Krishnu Chunder Roy in the Bengalee Language, ...be subscribed for by the college.

*   *   *

Resolved that a premium of Sicca Rupees 100 be awarded to Rajeeb Lochun Pundit for his History of Rajah Krishnu Chunder Roy in the Bengalee Language. (*ibid* p 385)"—বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১/০

২ ঐ, পৃঃ ।০ ; ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের কলেজের পণ্ডিতদের তালিকার জন্য সজনীকান্ত দাসের গদ্যের প্রথম যুগ, পৃঃ ৮৮ দ্রষ্টব্য।

৩ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ।০

৪ ঐ

লণ্ডনে মুদ্রিত সংস্করণ[১] প্রথম সংস্করণ থেকে কিঞ্চিৎ উন্নত। এ সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০, ৮ পেজী ফর্মা (প্রথম সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২০, ১৬ পেজী ফর্মা); প্রত্যেক প্যারার শেষে প্রথম সংস্করণের (।—) চিহ্নের বদলে এখানে (।।) চিহ্ন ব্যবহৃত হ'য়েছে; এবং সর্বোপরি অধিক সংখ্যক পূর্ণযতি চিহ্ন এ সংস্করণে লক্ষিত হয়। আখ্যাপত্রটি ঃ

"শ্রী

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য

চরিত্রং[২]

শ্রীযুত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়েন

রচিতং

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ ধরণীর মাজ।
যাহার অধিকারে নবদ্বীপ সমাজ।।
পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যত করিয়া প্রচার।
কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র পরে কহিব বিস্তার।।

লন্দন মহানগরে চাপা হইল

১৮১১"[৩]

গ্রন্থশেষে— "।।মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মহাশয়ের চরিত্র।।

।। সমাপ্ত হইল ।।"[৪]

---

১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলা বিভাগের এম. এ. পরীক্ষার্থী নজিবর রহমান কর্তৃক সংগৃহীত এই সংস্করণের একটি কপি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সংস্করণের পাশাপাশি ব্যবহার ক'রেছি।

২ ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাংলা গ্রন্থ তালিকায় ১৮১১ সালের এই লণ্ডণ সংস্করণের আখ্যাপত্র "মহারাজ কৃষ্টচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং" কেন অনুলিখিত হ'য়েছে, তা স্পষ্ট নয়। ব্রিটিশ মিউজিয়মে কেবল এই সংস্করণেরই দুটি কপি আছে। see Blumhardt, J. F., *op. cit.* p. 89

৩ প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রের সঙ্গে তুলনীয়; পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৪ প্রথম সংস্করণের গ্রন্থশেষে ঃ "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের চরিত্র সমাপ্ত হইল।—" বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৬২

Buchanan এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> "an original work in the Bengali Language containing the correspondance between the Raja and the English in the early period of their intercourse with Bengal by Rajeeblochan Moonshee descended from the family of the Raja."[১]

ব্লুমহার্ডট গ্রন্থ পরিচয়ে লিখেছেন :

> "The life of Raja Krishnachandra Raya, with an account of the Battle of Plassy"[২]

লং সাহেব অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন :

> "The life of a man who last century was a great friend to Sanskrit learning in Krishnaghur, the Augustus of his day, in this life it is stated that he induced various chiefs to join the English against the Moslems—the style is remarkable for elegancy and simplicity, there are intermingled in connection with the Raja various references to the Bengal at the time of the battle of Plassey, blended here and there with mythological accounts. It was compiled at the requst of Dr. Carey, for the use of the students of Fort William College and though the price was 5 Rs for 120 pp it barely paid its expenses then, so limited was the demand for Bengali books. It was reprinted in London in 1830."[৩]

॥ ২ ॥

প্রথম সংস্করণ প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ১৫৬ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রতাপাদিত্যের পূর্ব-পুরুষ-কথাই ৪৯ পৃষ্ঠা ; মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্রেও ১২০ পৃষ্ঠার মধ্যে ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী (লণ্ডন সংস্করণের ৮০ পৃষ্ঠার মধ্যে ২২ পৃষ্ঠা) কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মপূর্ব বৃত্তান্ত। এই বর্ণনার

---

১ Buchanan, *op. cit*, p 228, quoted in De, S.K., *op. cit* p 195 f.n.

২ Blumhardt, *op. cit.* p 89

৩ Long, J. *op. cit.* সেন, দীনেশচন্দ্র, পূর্বোক্ত পৃ ৪২৪। লং সাহেব কথিত ১৮৩০ সালের এই লণ্ডন সংস্করণের কোন উল্লেখ অন্যত্র দেখিনি ; see also De, *op. cit.* ; তেমনি ডঃ কেরীর নির্দেশে এ গ্রন্থ রচিত হয়—এ অনুমানের ভিত্তিও অস্পষ্ট।

শুরুতেই ইতিহাসের স্থানকাল সম্পর্কে রাজীবলোচনের অনবধানতার প্রমাণ মেলে। যশহরের রাজা প্রতাপাদিত্য দমনার্থে আগত মানসিংহকে তিনি 'ঢাকার বাদসা'র আজ্ঞাধীন করেছেন ;

> "যশহর নগরে প্রতাপাদিত্য নামে রাজা অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া রাজকর নিবারণ করিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত প্রতাপাদিত্য চরিত্রে বিস্তার আছে।
> রাজা প্রতাপাদিত্যকে ধরিতে ঢাকার বাদসা রাজা মানসিংহকে আজ্ঞা করিলেন..." (৯,৭)

'সুবা'দারের এই আদেশ পালনার্থে 'বঙ্গাধিকারীরর' 'চাকর' ভবানন্দ রায় মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে মানসিংহ গৌড় বঙ্গের যশহরে গেলেন।

সহকর্মী-পূর্বসূরী রামরাম বসুর গ্রন্থ পড়ে এই গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত হওয়া এবং নিজের গ্রন্থে প্রতাপাদিত্য চরিত্রের কথা উল্লেখ করা সত্ত্বেও দিল্লীশ্বর আকবরের শ্যালককে তিনি খর্ব পরিচয় এঁকেছেন। প্রতাপাদিত্য চরিত্রে আছে 'বঙ্গ ও বেহার প্রতাপাদিত্যের করতলে' ছিল এবং তাকে দমন করবার জন্য দিল্লী থেকে 'বাইশ ওমরার পরে রাজা মানসিংহ' বাংলায় আসেন ; কিন্তু প্রতাপাদিত্যের 'ডোলার' এক সুন্দরী কন্যাকে পুত্রবধূ ক'রে মানসিংহ দিল্লী প্রত্যাগমনের পথে কাশীতে পরলোক গমন করেন। এবং পরে এছলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যকে দমন করেন। রাজীবলোচনের মানসিংহ ভবানন্দের সহযোগে প্রতাপাদিত্যকে দমন ক'রে ঢাকার 'জাহাঙ্গিরসা বাদসা'র দরবার থেকে ভবানন্দের জন্য বাংলার 'বাগুয়ান পরগণার' জমিদারীর বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন।[১] ভবানন্দের কাহিনী ভারতচন্দ্রানুসারী।[২] বিশেষত ঈশ্বরী পাটনীর প্রবাদস্বরূপ প্রচলিত কথা 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' রাজীবলোচন গদ্যে লিখেছেন —

> "এই বর দিউন যে আমার সন্তান যাবৎ থাকিবেক কেহ দুঃখ না পায় এবং দুগ্ধভাত খাউক..." (প্র° ২১, ল° ১৪, দু° ১০)

তবে ভবানন্দের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের পরস্পর ধর্মনিন্দা ও 'দিল্লিতে ভূতের উপদ্রপ' ইত্যাদি প্রসঙ্গ রাজীবলোচনের গ্রন্থে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ; বরং মানসিংহের অনুরোধ-মাত্রই এখানে 'বাদসা হাস্য' ক'রে ভবানন্দকে জমিদারী দান ক'রলেন।

---

১ প্রথম সংস্করণ পৃ ২২-২৪, লণ্ডন সংস্করণ পৃ ১৫-১৬, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা পৃ ১০-১২

২ রায়, ভারতচন্দ্র, মানসিংহ, ভারত চন্দ্রের গ্রন্থাবলী, কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, দ্রষ্টব্য

ভবানন্দের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রামকৃষ্ণের কালে—

"ঢাকায় সুবা হইলেন মুরসিদালিখাঁ ইনি ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া আত্মনামে এক অপূর্ব নগর বসাইয়া নাম রাখিলে মুরসিদাবাদ এই নগরে রাজধানী করিলেন।" (প্র° ২৮-২৯, ল° ১৯-২০, ভু: ১৪)

রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবনের জ্যেষ্ঠপুত্র রঘুরাম ; রঘুরামের এক 'দিব্যপুত্র' লাভ হ'ল—ইনিই কৃষ্ণচন্দ্র 'সর্বগুণালঙ্কৃত'। যথাকালে রাজত্বলাভ ক'রে দান ধ্যান যজ্ঞপূজা ও শাসনকৌশলে কৃষ্ণচন্দ্র লোকপ্রিয় ও বিখ্যাত হ'য়ে উঠলেন। পিতৃকুলের রাজপুরী ছাড়াও তিনি 'শিবনিবাস' নামে স্বীয় পুরী নির্মাণ করলেন।

"মধ্যে২ রাজা মুরসিদাবাদে গমন করিয়া নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথেষ্ট শিষ্টাচার করেন এবং নানা জাতীয় ভেটের দ্রব্য নবাবকে দেন তখন নবাব আলিবৃদ্ধিখাঁ অতিবড় ধর্ম্মাত্মা সকলের প্রতি দয়ালু পুণ্যশীল সকল রাজারা রাজকর নবাবকে দিয়া সুখেতে কালক্ষেপণ করিতেছেন রাজ্যোৎপাত কাহারু নাই যে যেমন মনুষ্য তাহাকে সেইরূপ নবাবের কৃপা কিন্তু নবাব সাহেবের পুত্র নাই এক কন্যা কন্যার প্রতি নবাব সাহেবের অতিশয় স্নেহ কিছু কালানন্তরে নবাব সাহেবের এক দৌহিত্র হইল নাম রাখিলেন স্রাজেরদৌলা নবাব সাহেবের বাসনা দৌহিত্র সর্ব্বদাই নিকটে থাকে এইরূপে কিছুকাল যায় স্রাজেরদৌলা অতিবড় দুর্ব্বৃত্ত হইলেন যাহা মনে আইসে তাহাই করেন কেহ বারণ করিতে পারে না নবাব সাহেবের পাত্র মহারাজ মহেন্দ্র এবং আর২ প্রধান২ চাকর অনেক আছে সকলেই ঐক্য হইয়া নবাব সাহেবকে নিবেদন করিলেন স্রাজেরদৌলা অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতেছেন ইহার আপনি উপায়ান্তর করুণ তারপর নবাব সাহেব স্রাজেরদৌলাকে ডাকাইয়া কহিলেন তুমি যাবদীয় লোকের উপর দৌরাত্ম্য করহ এ অতি মন্দ কর্ম্ম সাবধান কদাচ মন্দ ক্রিয়া করিও না এইরূপ শাসিত করণে স্রাজেরদৌলা প্রধান পাত্রগণেরদিগকে আহ্বান করিয়া দমন করিলেক আমি যে কার্য্য করি তাহা যদি নবাব সাহেবের কর্ণগোচর হয় তবে তোমারদিগের যথেষ্ট দণ্ড করিব এবং এ কথা নবাব সাহেবের নিকট তোমরা কহিয়াছ যদি আমার নবাবি হয় তবে ইহার প্রতিফল সুন্দর মতে দিব যত প্রধান২ ভৃত্যরা মহাশঙ্কান্বিত হইয়া নীরব হইলেন তারপর স্রাজেরদৌলা নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিলেক নদী দিয়া নৌকা যায় সে নৌকা ডুবায় মনুষ্য সকল ডুবে মরে ইহাই দেখে এবং যাহার আলয়েতে শুনে পরমসুন্দরী কন্যা আছে বলক্রমে সে কন্যা হরণ করে ও গর্ভিনী

স্ত্রী আনিয়া উদর চিরিয়া দেখে কোনখানে সন্তান থাকে এইরূপ অতিশয় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। সকল লোক বিবেচনা করিতে প্রবর্ত্ত হইল পরস্পর বিবেচনা করিলেন এ দেশে আর থাকা পরামর্শ নহে নগরস্থ লোক সকল মুরসিদাবাদ ত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইল হাহাকার শব্দ উঠিল সকল লোকেই ঈশ্বরের স্থানে আরাধনা করিতে প্রবর্ত্ত হইল যেন এ দেশে জবন অধিকারী না থাকে। কিছুদিন যায় নবাব আলিবৃদ্ধির লোকান্তর হইলে স্রাজেরদৌলা নবাব হইলেন......

পরে যাবদীয় মন্ত্রীরা নবাব স্রাজেরদৌলায় নীতি শিক্ষা করান যত উত্তম কথা কহেন স্রাজেরদৌলা ততোধিক মন্দ করে পরে মহারাজ মহেন্দ্র এবং রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণদাস ও মীর জাফরালি খাঁ এই সকল লোক ঐক্য হইয়া এক দিবস জগৎসেট মহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়া জগৎ সেটের সহিত বিরলে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন...... (প্র° ৪৮—৫২, ল° ৩২—৩৫, ম্ভু° ২৪—২৬)

পরামর্শে হস্তিনাপুরের বাদসার শরণ নেবার কথা উঠলে রাজবল্লভ বল্লেন:

"হস্তিনাপুরের বাদসা জবন তিনি আর একজন নবাব দিবেন সেও জবন অতএব জবন অধিকারী থাকিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবে না" (৫৩, ৩৬, ২৭)

শেষ পর্যন্ত ঠিক হ'ল—"যাহাতে জবন দূর হয় তাহার চেষ্টা করহ" এবং চূড়ান্ত পরামর্শের জন্য কৃষ্ণচন্দ্রকে আনতে দূত পাঠান হ'ল। সাবধানী লোক কৃষ্ণচন্দ্র পাত্রমিত্রের পরামর্শানুযায়ী নিজে প্রথমে না যেয়ে পাত্র কালীপ্রসাদ সিংহকে পাঠালেন। পাত্র মহেন্দ্রের সঙ্গে দেখা ক'রে সমস্ত কথা জেনে ব'ললেন: নবাবের আহ্বান ব্যতীত কৃষ্ণচন্দ্রের মুরসিদাবাদ আসা যুক্তিযুক্ত হবে না। ফলে, পরদিনের দরবার থেকে সেই অনুমতিপত্র সংগৃহীত হ'ল।

যথাকালে 'উত্তম২ মন্ত্রী' নিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র মুরসিদাবাদে এলেন এবং প্রথমে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে পরে চক্রান্তকারীদের সংবাদ দিলেন। এরপর একদিন রাত্রে জগৎ শেঠের গৃহে পরামর্শ সভা বসল। কিন্তু শুরুতেই মহেন্দ্রের কণ্ঠ বেসুরে বাজল:

"আমরা পুরুষানুক্রমে নবাবের চাকর যদি আমারদিগের হইতে কোন ক্ষতি নবাব সাহেবের হয় তবে অধর্ম্ম এবং অখ্যাতি অতএব আমি কোন মন্দ কর্ম্মের মধ্যে থাকিব না তবে যে পূর্ব্বে এক আধ বাক্য কহিয়াছিলাম সে বড় উন্মা-প্রযুক্ত এইক্ষণে বিবেচনা করিলাম এ সব কার্য্য ভাল নয়" (৬৬, ৪৪, ৩৩)

মহেন্দ্র অবশ্য সকলের অনুরোধে পরামর্শ সভায় থাকতে সম্মত হ'লেন। কৃষ্ণচন্দ্রের বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি 'জবন অধিকারী' উৎখাতের এই সভায় মীর জাফরালিখাঁর উপস্থিতি বিষয়ে প্রশ্ন তুললেন।

> "সকলে হাস্য করিয়া কহিলেন হাঁ ইনি জবন বটেন কিন্তু ইঁহার প্রকৃতি অতি উত্তম আপনি ইহাকে সন্দেহ করিবেন না" (৬৮, ৪৫, ৩৪)

আশ্বস্ত কৃষ্ণচন্দ্র তখন বললেন

> এ দেশের অধিকারী সর্বপ্রকারে উত্তম হন এবং অন্য জাতিও এ দেশীয় না হন তবেই মঙ্গল হয়।......বিলাতে নিবাস জাতে ইঙ্গরাজ কলিকাতায় কোঠি করিয়া আছেন যদি তাহারা এ রাজ্যের রাজা হন তবে সকল মঙ্গল হবেক। ইহা[১] শুনিয়া সকলেই কহিলেন তাঁহাদিগের কি কি গুণ আছে" (৬৯-৭০, ৪৬, ৩৫)

অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্রের মুখে ইংরেজের যে গুণ বর্ণনা তা উপভোগ্য ঃ

> "সকল সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পরহিংসা করেন না যোদ্ধা অতি বড় প্রজা প্রতি যথেষ্ট দয়া এবং অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় ধনেতে কুবের তুল্য ধার্ম্মিক এবং অর্জুনের ন্যায় পরাক্রম প্রজা পালনে সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির এবং সকলে ঐক্যতাপন্ন শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন রাজার সকল গুণ তাঁহারদিগের আছে" (৭০, ৪৭, ৩৫)

এই নির্মল গুণকীর্তনের পর ইংরেজের সঙ্গে যোগাযোগের ভার কৃষ্ণচন্দ্রের উপরেই অর্পিত হ'ল। যথাকালে কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনে কালীঘাটের কুঠির বড় সাহেব বিলাতে পত্র লিখলেন। এদিকে 'দৈবের ঘটনাক্রমে নবাবের বিপদ উপস্থিত' হ'ল। এর দুটি কারণ ঃ পাত্র মিত্রদের মতের বিরুদ্ধে ইংরেজের বর্ধিষ্ণু বানিজ্যের উপর করবৃদ্ধি[২] এবং পলাতক রাজা রাজবল্লভ ও তৎপুত্র কৃষ্ণদাস কলকাতা কুঠির শরণ নিলে তাদের বন্দী ক'রে মুরসিদাবাদে পাঠাবার জন্য কুঠির বড় সাহেবের প্রতি নবাবের পুনঃ পুনঃ আদেশ। এ উপলক্ষে কয়েকটি পত্রালাপের মধ্যে[৩] নবাবের

১ লণ্ডন সংস্করণের পাঠ "এই......"। নিম্নরেখ আমার।

২ পৃ প্র° ৭৫-৭৭, ল° ৪০-৫২, দু° ৩৮-৩৯

৩ উভয় পক্ষে তিনটি ক'রে পত্র লিখিত হ'য়েছে তারমধ্যে কুঠির বড় সাহেবের দ্বিতীয় পত্রে শারণাগত সম্পর্কে কর্ত্তব্য বিষয়ক হিন্দু পুরাণ থেকে এক দীর্ঘ কাহিনী উদ্ধৃত হয়েছে; যেন বাংলার নবাব অপেক্ষা নবাগত ইংরেজ হিন্দু শাস্ত্রে অধিক পণ্ডিত এ কথাই প্রতিষ্ঠা করা লেখকের উদ্দেশ্য। পত্রালাপ প্র° ৮১-৯৪, ল° ৫৪-৬৩, দু° ৪১-৪৮ পৃষ্ঠাব্যাপী।

অনমনীয় মনোভাব ও কুঠির বড় সাহেবের শরণাগতের প্রতি 'কর্ত্তব্য'-বোধ—শেষোক্তটিই মুখ্যভাবে —প্রকাশিত হ'য়েছে। স্রাজেরদৌলা তখন 'কলিকাতা লুট' ক'রবার সিদ্ধান্ত নিলেন ; পাত্রেরা শাস্ত্রের কথা তুললে তিনি ব'ললেন, "আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে আমি শাস্ত্র বিচার করিনা।"

যুদ্ধে স্রাজেরদৌলার জয় হ'ল, 'জাহাজ ভাসাইয়া সাহেব বিলাতে গমন করিলেন'। 'ভদ্রলোক সকলেই বিমর্ষ'। তাঁরা বললেন—"যদি কখন ইঙ্গরাজেরা এ দেশে আইসেন আর ঈশ্বর যদি জবনাধিকারী নষ্ট করেন তবেই এ রাজ্যের মঙ্গল হবে" "ক্ষুদ্র ব্যক্তি সকল হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল" কেননা —"ইঙ্গরাজের তুল্য সত্যবাদী নাই এবং দয়া যথেষ্ট যে লোক অন্যস্থানে যে বেতন পাইত সাহেবের চাকর হইলে তার দ্বিগুণ বেতন মিলিত।"

কিছু কাল পরে 'সৈন্যে পাঁচ জাহাজ পরিপূর্ণ' ক'রে, বিলাত থেকে নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবার অনুমতি পত্র নিয়ে, ইংরেজরা কলকাতা পুনরাধিকার ক'রলেন। বড় সাহেব কৃষ্ণচন্দ্রকে পত্র লিখলেনঃ নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা করার জন্য। কৃষ্ণচন্দ্র মুরসিদাবাদের চক্রান্তকারীদের কাছে দূত পাঠালেন। মীর জাফরালিখাঁ শর্ত আরোপ ক'রলেনঃ "পশ্চাৎ এদেশের নবাবি আমাকে দিবেন যদি সাহেব এই প্রতিজ্ঞা করেন তবে আমি মনোযোগ করিয়া সাহেবের সহিত যুদ্ধ করিব না।" প্রস্তাব স্বীকৃত হ'ল।

ইংরেজ যুদ্ধে আসছে শুনে নবাব স্রাজেরদৌলা মীর জাফরালিখাঁকে 'পঞ্চাশ হাজার সৈন্য' সহ 'পলাশীর বাগানে' পাঠালেন এবং অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে নিজে পরে আসবেন জানালেন। যুদ্ধের আগে মীর জাফরালিখাঁ

> "সৈন্যের মধ্যে প্রধান২ যে২ সৈন্য তাহাদিগের সহিত প্রণয় করিয়া কহিল তোমরা কেহ মনযোগ করিয়া রণ করিও না যে সেনাপতি সেই যদ্যপি এমন গতি করিতে প্রবর্ত্ত হইল ইহাতেই সকল সৈন্য উদাস্য করিয়া অসাবধানে থাকিল।"

ফলে যথাসময়ে যুদ্ধে নবাব পক্ষের বহু সেনা মৃত্যু বরণ ক'রতে লাগল। চক্রান্ত অনুধাবন ক'রে মোহনদাস সকল কথা নবাবের গোচরে আনলেন এবং নবাবের অনুমতিক্রমে পঁচিশ হাজার সৈন্য নিয়ে 'অত্যন্ত যুদ্ধ করিতেপ্রবর্ত্ত হইল মোহনদাসের যুদ্ধেতে ইঙ্গরাজের সৈন্য শঙ্কান্বিত হইল'। ভীত মীর জাফরালিখাঁ মোহনদাসকে যুদ্ধ বন্ধের জন্য, নবাবের নামে, মিথ্যা আদেশ পাঠালেন ; চাতুরী

বুঝে 'দূতের শিরশ্ছেদন' ক'রে মোহনদাস যুদ্ধ ক'রতে লাগলেন। মীর জাফরালিখাঁর এক 'আত্মীয়' তখন মোহনদাসকে অগ্নিবানে নিহত ক'রল। 'ইঙ্গরাজের জয়' হ'ল। স্রাজেরদৌলা আপন সৈন্যের বৈরীভাবে 'নৌকোপরি আরোহণ' ক'রে পলায়ন ক'রলেন। ইংরেজরা "মীর জাফরালীকে নবাব করিয়া সকলকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে সাবধান পূর্ব্বক রাজকর্ম করিবা রাজ্যের প্রতুল হয় এবং প্রজালোকে দুঃখ না পায়"।

পলায়নের তিন দিন পর ক্ষুধার্ত নবাব নদীতীরে এক ফকিরের গৃহে আহার্য সন্ধানে গেলেন। ইতিপূর্বে নবাব কর্তৃক উৎপীড়িত এই ফকির মুসসিদাবাদে সংবাদ দিল; বন্দী স্রাজেরদৌলাকে মুরসিদাবাদে আনা হ'ল।

> "মীর জাফরালি খাঁর পুত্র মীর মীরণ...মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন যদি বড় সাহেব এ সংবাদ শ্রবণ করেন তবে স্রাজেরদৌলা কদাচ নষ্ট হইবে না তবে আমারদিগেরও মঙ্গল হওয়া ভার এবং যে২ পাত্র মিত্রগণেরা আছে ইহারা শ্রবণ করিলেও কদাচ নষ্ট করিতে দিবে না বরং নবাব স্রাজেরদৌলাকে নবাবি দেওনের চেষ্টা পাইবেক এতএব নবাব স্রাজেরদৌলাকে একদণ্ড রাখা নয় ইহাই স্থির করিয়া আপনি খড়্গ হস্তে করিয়া নবাব স্রাজেরদৌলার নিকটে উপনীত হইলেন। নবাব স্রাজেরদৌলা দেখিলেন মিরণ আমাকে ছেদন করিতে আসিতেছে তখন মিরণকে অনেক ২ স্তুতি করিলেন। কিন্তু নির্দয় মিরণ কদাচ ক্ষান্ত হইল না। পশ্চাৎ নবাব স্রাজের-দৌলা ঈশ্বরে মনোযোগ করিয়া নিঃশব্দে রহিলেন তখন মিরণ খড়্গেতে নবাবকে ছেদন করিয়া পশ্চাৎ প্রচার করিলেক এই সকল বৃত্তান্ত বড় সাহেব শ্রবণ করিয়া যথেষ্ট খেদ করিলেন এবং পাত্র মিত্রগণ সকলেই মহাব্যথিত হইয়া কাতর হইলেন।
> (পৃ প্র° ১১৩-৪, ল° ৭৫, দু° ৫৭-৮)

মীর জাফরালিখাঁকে নবাব করার পর ইংরেজের মনোভাব ও বাংলাদেশের লোকদের অবস্থা:

> "বড় সাহেব বিবেচনা করিলেন জবনকে প্রত্যয় নাই অতএব পূর্ব্বে যেমত নবাবি ভার ছিল সে মত না রাখিয়া রাজ্য করতল করিতে লাগিলেন স্থানে২ সাহেব লোক কর্ত্তা নবাবের লোকে কার্য্য করে এইরূপ রাজকর্ম্ম হইতে লাগিল রাজ্যের শাসন দিন২ হইতে লাগিল প্রজালোকের যথেষ্ট সুখ কোন শঙ্কা নাই ভয়ক্রমে কেহ কাহারু উপরে দৌরাত্ম্য করিতে পারে না রাম রাজার ন্যায় মনুষ্য সকল সুখী হইল এইরূপে কালক্ষেপণ করেন।—" (পৃ প্র°১১৪, ল°৭৬, দু°৫৮)

॥ ৩ ॥

গ্রন্থ রচনার মাত্র ৪৭।৪৮ বছর আগের ঘটনা-বর্ণনা হিসেবে এবং সে বর্ণনা 'descendent from the family of the Raja' এমন এক জনের বলে এ গ্রন্থের গুরুত্ব যথেষ্ট। তাই the tales were invented "in order to gain favour of the English"[১] ডঃ ইয়েটস্-এর এই চরম উক্তি আমাদের কিঞ্চিৎ বিচলিত করে। কেননা এ গ্রন্থের মূল বক্তব্য ঃ সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীরা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্ররোচনাতেই ইংরেজের সহায়তা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রেছিল—এ কথা পরবর্তীকালের গবেষণাতেও সমর্থিত হয়েছে।[২] এবং লক্ষণীয় যে এ গ্রন্থে সিরাজের নিন্দা, ইংরেজের প্রশংসা ইত্যাদি ইংরেজ তোষণের প্রত্যক্ষ প্রয়াস থাকলেও, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ সিবিলিয়ানদের জ্ঞাতার্থে, হলওয়েল প্রচারিত 'অন্ধকূপ হত্যা'র উল্লেখমাত্রও নেই ঃ সাম্প্রতিক গবেষণায় অন্ধকূপ হত্যা হলওয়েলের মিথ্যা গল্প প্রচার মাত্র ব'লে প্রমাণিত হয়েছে[৩] এবং সিরাজ সম্পর্কে প্রচারিত, এই গ্রন্থেও বর্ণিত, অভিযোগ সমূহও সম্পূর্ণ খণ্ডন করা হ'য়েছে।[৪]

---

১ Dr. Yates, *Introduction to Bengali language* (1847) vol II, p 124; quoted in De, S.K. *op. cit*, p 195.

২ Datta, Kalikinkar, *Alivardi and his times*, (Calcutta 1939) p 118.

৩ এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য : রহমান, মুজিবর, "অন্ধকূপ হত্যা"-রহস্য (মালদহ, তফাজ্জল হক, ১৯৩৮)।
see also Hill, I, XCIV, XCVI, CXLXIII;
Sarker J. N., *History of Bengal* vol II. (Dacca, Dacca University, 1949) pp 476—77, 488;
Halim, Dr. A., in *History of Freedom Movement* (Karachi 1957) vol 1 ch XI pp 35I-2.

৪ Nadvi, Sayed Muzaffaruddin, '*An impartial study of Nawab Siraj-ud-dhwla*'. *The Proceeding of the Pakistan Historical Conference* (*Third Session*) *Dacca* 1953, (Karachi, Pakistan Historical society, 1955) p 190-202.

তবু এ গ্রন্থেই বাঙলা গদ্যে পলাশীর যুদ্ধের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণিত হ'য়েছে ; সেদিক থেকে, এ বিষয়ে তৎকালীন চিন্তার প্রকাশ হিসেবে, এ গ্রন্থের মূল্য কম নয়।

রামরাম বসুর মত ইতিহাস-দৃষ্টি ও রচনা-দক্ষতা যে রাজীবলোচনের ছিল না তা স্পষ্ট ; 'but the plain story telling style, ... eminently befits the gossipy tendency of the work.[১]

॥ পাঁচ ॥

॥ ১ ॥

"তোমাদের প্রথম গদ্যলেখক সাহেব ফরেষ্ট ও কেরী, আর একজন তিনি জাতিতে উড়িয়া তাঁহার নাম মৃত্যুঞ্জয়। উড়ে ও সাহেবে বাঙ্গালায় সাহিত্য আরম্ভ করিল। আরও লজ্জার কথা এই যে, যে দুই এক জন বাঙ্গালি এই সময় পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহাদের পুস্তক কদর্য্য ও জঘণ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র রায় চরিত্র ও প্রতাপাদিত্য চরিত্র বাঙ্গালির লেখা। দুইখানিই অপাঠ্য।" – এই সক্রোধ ব্যাজস্তুতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের।[২] প্রতাপাদিত্য চরিত্র ও কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং তাঁর কাছে 'কদর্য', 'জঘণ্য' ও 'অপাঠ্য' বিবেচিত হ'য়েছে ভাষাভঙ্গির কারণে।

এর মধ্য বিশেষ ক'রে প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ভাষার নিন্দা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কিংবদন্তী স্বরূপ। ১৮৫০ সালে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রে জনৈক লেখক বলেন এ গ্রন্থের ভাষা "Kind of mosaic, half Persian, half Bengali" এতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় 'the pernicious influence which the Mohamadans had exercised over the Sanskrit-derived languages of India'[৩] লং সাহেবের বর্ণনা ঃ "A work the style of which a nd of mosaic showed how much the unjust ascendency

---

১ De, *op. cit.*, p.196

২ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, 'বাঙ্গালার সাহিত্য', 'সাবিত্রী লাইব্রেরীর বাৎসরিক উপলক্ষে' পঠিত, বঙ্গদর্শন, সপ্তমখণ্ড ১২৮৭, পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ ১৩৪৬, পৃ ৫২৪।

৩ Writer, 'Early Bengali Literatur and News Papers' *Calcutta Review*, 1850, p. 134 Art. ; De, S.K., *op. cit.*, p. 166. এই প্রবন্ধ লেখক সম্ভবত লং সাহেবই ছিলেন—De, *ibid*, fn

of the Persian language had in that day corrupted the Bengali"[১]

ডঃ সুশীল কুমার দে-ও এ গ্রন্থের নানা, এমনকি গ্রন্থকারের বর্ণনাভঙ্গির, প্রশংসা করা সত্ত্বেও বলেছেন যে এর ভাষা 'নিকৃষ্টতম'।[২] সদিচ্ছা প্রণোদিত হ'লেও সজনীকান্ত দাসের উক্তি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গমিশ্রিত: "বাংলা-গদ্যের ইতিহাসে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভাষা প্রত্নতাত্ত্বিক মহিমায় চিরকাল বিরাজ করিবে।..ভাষা ও শব্দসম্পদের দৈন্য যে দুঃসাহসী সাহিত্যিককে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' তাহার একটি প্রমাণ। সে যুগের পাঠকেরা যদি এই পুস্তক পড়িয়া অর্থ করিয়া থাকেন তাহা হইলে ফার্সী ভাষায় যে তাঁহাদিগকে রীতিমত পাঠ লইতে হইত, এই সত্যটাই মানিতে হইবে।"[৩] সম্প্রতি জনৈক সাহিত্য-ইতিহাস-লেখক 'ভাষা সৃষ্টিতে রামরাম বসুর দায়িত্ববোধের অভাব' 'জাতীয় মর্যাদা-বোধের অভাব' ইত্যাদির সন্ধান পেয়েছেন এবং রামরাম বসুর খ্যাতি 'কালের হাতের দান' 'স্বোপার্জিত নয়' ইত্যাদি মন্তব্য ক'রেছেন।[৪]

ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায় অংশত এসব মন্তব্যের উত্তর দেওয়া যেতে পারে: "বইটি মৌলিক রচনা, কোন ফারসী বা সংস্কৃত গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ নয়। বইটির স্থানে স্থানে আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য দেখিয়া অনেকে ইহা তাঁহার রচনা শৈলীর দোষ বলিয়াই ধরিয়াছেন, এ ধারণা ঠিক নয়। যেখানে যেখানে মুসলমান শাসনকর্তার অথবা শাসনকার্য্য বা রাজস্ব বিষয়ের উল্লেখ সেইখানেই বিদেশী শব্দের প্রাচুর্য্য দেখা যায় এবং সেখানে এই প্রাচুর্য্য অবশ্যম্ভাবী। যে সকল সমালোচক বলেন যে রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে রামরাম ফারসী শব্দের ব্যাতিরেকে একটি বাক্যও সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই তাঁহারা নিশ্চয়ই সমস্ত বইখানি ভাল করিয়া পড়েন নাই।

---

১ Long, J., *op. cit.*, সেন, পৃঃ ৪২১,

২ De, S. K. *op. cit.* p. 171

৩ দাস, <u>পূর্বোক্ত</u> পৃঃ ১৪৮-৯

৪ চৌধুরী, ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা [দ্বিতীয় পর্যায়], (কলিকাতা, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭) পৃঃ ৯৪-৯৬ দ্রষ্টব্য।

"আরবী ফারসী শব্দের প্রয়োগ প্রায়ই সুষ্ঠু ও সঙ্গত। একটা উদাহরণ দিই। প্রতাপাদিত্যের প্রাসাদ বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাজনি ব্যাপারে লেখা হইয়াছে "খরিদ ফ্রোক্ত"—ফারসী শব্দ, আর খুচরো ব্যাপারে লেখা হইয়াছে "বিকিকিনি"—তদ্ভব অর্থাৎ খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ।

"কোন কোন সমালোচকের মতে রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ভাষা ও ভঙ্গি বিজাতীয় ও বিশৃঙ্খল, "কোনও নির্দ্দিষ্ট রীতি বা পদ্ধতির পর্যায়ে পড়ে না" এই ধারণাও ভুল। বইটির ভাষা সাধু বাঙ্গালা, পদ্ধতি পূর্ব্বাপর প্রচলিত বর্ণনাত্মক, কথকতার ধরণের।"[১]

রামরাম বসুর পরবর্তী রচনা লিপিমালা মৃত্যুঞ্জয়ের প্রভাবে উন্নত রচনা এমন কথাও অনেকে বলেছেন। সজনীকান্ত দাসের উক্তিঃ "যাঁহারা শুধু 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' দেখিয়া রামরাম বসুর ভাষার যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়াছেন, তাহারা একটু পরিশ্রম করিয়া লিপিমালা গ্রন্থখানি পাঠ করিলে নিঃসংশয় হইতে পারিতেন যে তিনি মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অন্বয়ের দোষ পুরাপুরি পরিহার করিয়া প্রসাদগুণ বিশিষ্ট সুপাঠ্য ভাষা রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, অপ্রচলিত শব্দের জন্যও তাঁহাকে ফার্সী শব্দকোষের আশ্রয় লইতে হয় নাই।" "রাম রাম বসু বাংলা-গদ্যের শুধু আদি লেখকই নহেন, নিঃসন্দেহে একজন ভাল লেখক। এই শেষোক্ত পরিচয়ে যে কারণেই হউক তিনি পরিচিত নহেন। মৃত্যু-ঞ্জয়ের মত একজন শাস্ত্রজ্ঞ অগাধ পাণ্ডিত্য সম্পন্ন ব্রাহ্মণ যাহা করিয়াছিলেন রাম রাম বসু যে তাহারই সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আদি পুরুষের গৌরব তিনি পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কৃতিত্বের গৌরব তিনি পান নাই।"[২]

সজনীকান্ত দাসের শেষ বাক্যটি নিদারুণ সত্য। কিন্তু রাম রাম বসুকে 'নিঃসন্দেহে একজন ভাল লেখক' প্রমাণ করার জন্য মৃতুঞ্জয়ের প্রভাব কল্পনা, যেমন রাম রাম বসু, তেমনি বাঙলা সাহিত্য, উভয়ের জন্যই দুর্ভাগ্যস্বরূপ।

আসলে রাম রাম বসু "was one of the most accomplished Bengali scholar of the day, and wielded the power of

---

১ সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পৃ ২৪-২৫

২ দাস, সজনীকান্ত, প ১৫০, ১৫১

sarcasm inherent in the language with singular effect"[১] এই সঙ্গে তিনি ছিলেন 'a good Persian scholar'।[২] অন্যদিকে দীর্ঘকাল ফার্সী রাজভাষা থাকায় ফার্সী ও ফার্সীর মাধ্যমে আরবী শব্দ বাঙলা বাকভঙ্গিতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রচলিত হ'য়ে গিয়েছিল। রাম রাম বসু তাঁর রচনায় তৎকালে লোকমুখে সুপ্রচলিত জবানকেই ব্যবহার করেছিলেন; অতিরেক কিছু ঘটেছিল, তবে সেটুকু বোঝার জন্য তৎকালে আরবী ফারসীতে 'রীতিমত পাঠ' নেবার প্রয়োজন পড়ত না এবং বলাবাহুল্য অন্বয়রীতির ত্রুটি কাটিয়ে ওঠা আদৌ কঠিন ছিল না। রাম রামের সংলাপ রচনা ও গতিশীল বর্ণনা-ক্ষমতার গোপন কৌশলটি এখানেই। স্মর্তব্য যে, লিপিমালার ভাষায় সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগে কোন সৌন্দর্য নেই, সে গ্রন্থের ভাষা যেখানে সুন্দর সেখানে তা কথকতার ভঙ্গি মিশ্রিত ব'লেই।

কিন্তু প্রয়োজনীয় সমর্থন, সমশক্তিমান যোগ্য লেখকের অনুপস্থিতি এবং সর্বোপরি বিপরীত প্রয়াসের প্রতাপে এই 'দুঃসাহসী সেনাপতি'র গতি রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। ডঃ কেরীর ধারণা ছিল বাংলা সরাসরি সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন; সংস্কৃতপণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের সমর্থনে এ ধারণা তাঁর চিত্তে দৃঢ়মূল হ'য়ে উঠেছিল। এরই ফলে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধিকাংশ রচনাই সংস্কৃতের অনুবাদ এবং সে সবের গদ্যরচনাভঙ্গি সম্পূর্ণই সংস্কৃতগন্ধী।

বাঙলা গদ্যের উন্মেষপর্বেই এই সংস্কৃতিকরণ বাংলা মৌলিক রচনা-প্রয়াসকে দীর্ঘকালের জন্য ব্যাহত ক'রেছে। বস্তুত এরপর প্যারীচাঁদের আলালের ঘরের দুলালের (১৮৫৮) আগে আর কোন যথার্থ মৌলিক রচনার সন্ধান মেলে না। 'কেরির সংশ্লিষ্ট লেখকদিগের মধ্যে রামরাম শ্রেষ্ঠ' এবং 'সাহিত্যিক হিসাবে রামরামের দাবি মৃত্যুঞ্জয়ের আগে'[৩] হ'লেও তৎকালে রাম রাম বসুর পক্ষেও সম্ভব ছিল না স্বপ্রয়াসে অবিচলিত থাকা। ১৮১৩ সালের ৭ই

---

১ Marshman J. C., *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward* i, 132; বন্দ্যোপাধ্যায়, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—৩, পৃঃ ১/০

২ quoted in Eustace Carey, *Memoir of William Carey*, p. 119, বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ।

৩ সেন, সুকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ ২৮

আগষ্ট—মৃত্যু পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও [১] তাই তাঁর আর কোন রচনা-প্রয়াসের নিদর্শন মেলে না। কেননা 'During the first quarter of the nineteenth century, books printed in Bengali were principally books Dr. William Carey thought worth publication'[২] ফলে এ পর্বে বাঙলা গদ্য দুরুচ্চার্য সংস্কৃত শব্দময় এবং শাস্ত্র ও ধর্ম্মালোচনার (পরস্পর ধর্মনিন্দারও বটে) বাহন মাত্র হ'য়ে পড়ল। বলা বাহুল্য, কেরীর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল এই ধর্মালোচনা।

॥ ২ ॥

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙলা গদ্যের ইতিহাসে রামরাম বসুর প্রত্যক্ষ অনুসারী রাজীবলোচনের উত্তরাধিকারীসুলভ কোন যোগ্যতা ছিল না। গ্রন্থনামের সংস্কৃত-ভঙ্গি থেকেই তার প্রমান শুরু। তাঁর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং 'বর্ণনা-মূলক সাধু ভাষায় লেখা, বাক্য সরল ও সংক্ষিপ্ত', 'সরল গদ্যে ধারাবাহিক বর্ণনা' [৩] তাঁর বৈশিষ্ট্য, এ ভাষা occassionally Sanskritised and wholly free from Persian'[৪] -ও বটে। কথকতার ভঙ্গি সরলতার জন্য কোথাও কোথাও উপভোগ্য; তবে প্রতাপাদিত্য চরিত্রের মত কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্রে সজীবতার স্পর্শ নেই। একমাত্র সিরাজেরদৌলা চরিত্রে সামান্য দৃঢ়তার পরিচয় মেলে। সংস্কৃতিকরণের পর মৌলিক রচনায় শুষ্কতার এটি একটি প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

॥ ৩ ॥

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকেরা রামরাম বসুর ভাষার নিন্দায় যত নিরর্থক 'কাল হরণ' ক'রেছেন, সংস্কৃতিকরণ পর্যায়ের বিচিত্র বিকৃত ভাষা সম্পর্কে বিরূপতা প্রকাশে, এমন কি তার সার্থকতা সন্ধানেও, তার কণামাত্র আগ্রহ দেখান নি। সম্ভবত সমাচারদর্পনে ১৮৩১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর প্রচারিত মন্তব্যে

---

২ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ১৮৵০

১ Razzaq, *op. cit.* p 33.

৩ সেন, সুকুমার, পৃঃ ৩৫

৪ De, S. K, *op. cit*, p. 196

এই মনোভাবের উৎস অনুধাবন করা যায়ঃ রাজভাষা হিসেবে ফার্সীর ব্যবহার রহিত হ'লে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিতে

> "first and foremost the haughtiness of the *Javans* ... will be brought low, which will be of much service to us. When the Bengali language is brought into use the Mussalmans will be driven out, for they are not and never will be able to read and write Bengali," ১

সুতরাং মুসলিম ঐতিহ্য অস্বীকার, বাঙলা ভাষার উৎস সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা, পাদরীদের ধর্মোন্মত্ততা এবং নবশিক্ষিত হিন্দুসমাজে তারই প্রতিক্রিয়া—এই সব কিছুই মৌলিক রচনার পরিপন্থী ছিল। এক অসাহিত্যিক প্রয়োজনের দাসত্ব বাঙলা গদ্য সাহিত্যের পঞ্চাশ বছরের বন্ধ্যাত্বের কারণ।

---

১ *Samachar Darpan*, dated 13th December 1831, quoted in Razzaq, *op. cit.* p 33